"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে রাজঋষি, তোমাদের রাজত্ব প্রাপ্ত করার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে, সাথে- সাথে দৈবীগুণও অবশ্যই ধারণ করতে হবে"

*প্রশ্নঃ - উত্তম পুরুষ হওয়ার পুরুষার্থ কি? কোন্ বিষয়ে অত্যন্ত অ্যাটেনশন চাই ?

*উত্তরঃ - ত্তম পুরুষ হতে হলে তো পড়াশোনার প্রতি কখনো রুষ্ট হওয়া উচিত নয়। পড়াশোনার সঙ্গে লড়াই ঝগড়ার কোনো সম্পর্ক নেই। পড়বে লিখবে হবে নবাব.... সেইজন্য সদা নিজের উন্নতির খেয়াল যেন থাকে। চাল-চলনের উপর অত্যন্ত অ্যাটেনশন চাই। দেবতাদের মতন হতে হলে তো চালচলন অত্যন্ত রয়্যাল হওয়া উচিত। অনেক অনেক মিষ্টি হতে হবে। মুখ থেকে এমন কথা যেন বেরোয় যা সকলের মিষ্টি লাগে। কারোর যেন দুঃখ না হয়।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি রুহানী বাচ্চাদেরকে বাবা বসে বোঝান আর জিজ্ঞাসা করেন যে তোমাদের বুদ্ধির ঠিকানা কোথায়? মানুষের বুদ্ধি তো এদিকে-ওদিকে বিচরণ করতে থাকে, কখনো কোথাও কখনো কোথাও। বাবা বোঝান তোমাদের বুদ্ধির এদিকে-ওদিকে বিচরণ করা বন্ধ। বুদ্ধিকে এক জায়গায় স্থির করো। অসীম জগতের বাবাকেই স্মরণ করো। এ'কথা তো রুহানী বাচ্চারা জানে যে এখন সমগ্র দুনিয়াই হলো তমোপ্রধান। আত্মারাই সতোপ্রধান ছিল পুরুষার্থের নম্বরের অনুক্রমে। এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছে, বাবা বলেন পুনরায় সতোপ্রধান হতে হবে। সেইজন্য নিজেদের বুদ্ধিকে বাবার সাথে যুক্ত করো। এখন ফিরে যেতে হবে, আর কারোরই জানা নেই যে আমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে। আর কেউই নেই যারা ডাইরেক্শন পায় যে বাচ্চারা আমায় অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো। কত সহজ কথা বুঝিয়ে থাকেন। কেবল বাবাকে স্মরণ করো তাহলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে আর এরকম কেউই বোঝাতে পারে না। বাবাই বুঝিয়ে থাকেন। যার মধ্যে প্রবেশ করেছেন তিনিও শোনেন। পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার আর সেই অনুযায়ী চলার সবচেয়ে ভালো মৎ বাবাই দিয়ে থাকেন। বাবা বলেন -- বাচ্চারা, তোমরাই সতোপ্রধান ছিলে এখন পুনরায় হতে হবে। তোমরাই আদি সনাতন দেবী -দেবতা ধর্মের ছিলে তারপর ৮৪ জন্ম ভোগ করে কড়িতুল্য হয়ে গেছো। তোমরা হীরেতুল্য ছিলে এখন পুনরায় হতে হবে। বাবা অত্যন্ত সিম্পল কথা শোনান যে নিজেকে আত্মা মনে করো। আত্মাদেরকেই ফিরে যেতে হবে, শরীর তো যাবে না। বাবার কাছে আনন্দে যেতে হবে। বাবা যে শ্রীমৎ দেন, তার মাধ্যমেই তোমরা শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে। পবিত্র আত্মারা মূললোকে গিয়ে তারপর আসবে তখন নতুন শরীর ধারণ করবে। এই নিশ্চয় তো আছে, তাই না ! তাহলে সেই উদ্যোগ যেন থাকে। দৈবীগুণও ধারণ করতে হবে তাহলে অনেক লাভবান হবে। স্টুডেন্ট, যারা ভালোভাবে পড়াশোনা করে তারাই উচ্চপদ লাভ করে। এও হলো পড়াশোনা। তোমরা প্রতিকল্পে এভাবেই পড়াশোনা করে থাকো। বাবাও প্রতিকল্পে এইভাবেই পড়ান। যে সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে সে'টাই ড্রামা। ড্রামা অনুসারেই বাবার এবং বাচ্চাদের অ্যাক্ট চলে। বাবা রায় তো ঠিকই দেন, তাই না ! বাচ্চারা বলে -- বাবা আমরা তোমায় প্রতিমুহূর্তে ভুলে যাই। এ'টাই হলো মায়ার তুফান। মায়া প্রদীপ নিভিয়ে দেয়। বাবাকে প্রজ্জ্বলিত শিখাও (শাম্মা) বলা হয়ে থাকে, সর্বশক্তিমান অথরিটিও বলা হয়ে থাকে। যেসকল বেদ-শাস্ত্র আছে, সে'সবের সারকথা বলে থাকেন। তিনি হলেন নলেজফুল, সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বুঝিয়ে থাকেন। এই ব্রহ্মাবাবাও বলবেন আমিও বাচ্চাদের বুঝিয়ে থাকি। বাবা বলবেন -- বাচ্চারা, তোমাদেরকে বোঝাই। তারমধ্যে এই ব্রহ্মাও চলে আসেন। এতে মুষড়ে পড়ার কোন কথা নেই। এ হলো অত্যন্ত সহজ রাজযোগ। তোমরা হলে রাজঋষি। ঋষি পবিত্র আত্মাকে বলা হয়ে থাকে। তোমাদের মতন ঋষি কেউই হতে পারে না। আত্মাকেই ঋষি বলা হয়ে থাকে। শরীরকে বলা হবে না। আত্মা হলো ঋষি, রাজঋষি। রাজ্য কোথা থেকে নেয়? বাবার থেকে। তাহলে বাচ্চারা, তোমাদের কত খুশি থাকা উচিত ! আমরা শিববাবার থেকে রাজ্য ভাগ্য গ্রহণ করতে চলেছি। বাবা স্মরণ করিয়েছেন তোমরা বিশ্বের মালিক ছিলে, তারপর পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে করতে নিচে নেমে এসেছো। দেবতাদের চিত্রও রয়েছে। মানুষ মনে করে এই জ্যোতি জ্যোতিতে সমাহিত হয়ে গেছে। এখন বাবা বুঝিয়েছেন একটিও মনুষ্যজ্যোতি জ্যোতিতে সমাহিত হয় না। কেউই মুক্তি-জীবনমুক্তি পেতে পারে না। তাহলে সারাদিন বাচ্চাদের ভিতরে বিচার চলতে থাকা উচিত। যত স্মরণে থাকবে ততই খুশী বিরাজ করবে। দেখো, পড়া পড়াচ্ছেন কে? শ্রীকৃষ্ণকে লর্ড কৃষ্ণও বলে। ভগবানকে কখনো লর্ড বলা হবে না। তাঁকে গড ফাদারই বলা হয়ে থাকে। তিনি হলেন হেভেনলি গডফাদার। এখন তোমরা হৃদয় থেকে অনুভব করো যে সেই হেভেনলী গডফাদার হেভেন অর্থাৎ দৈবী রাজধানী স্থাপন করছেন। সত্যযুগে অন্য কোন ধর্ম ছিল না। চিত্রও এই দেবতাদেরই রয়েছে, তাদেরই আদি সনাতন দেবী-দেবতা বলা

হয়ে থাকে। তারা এই বিশ্বের মালিক ছিলেন। ওনাদের বলবে সত্যযুগীয়, তোমরা হলে সঙ্গমযুগীয়। তোমরা জানো বাবা আমাদের রাইটিয়াস (ধার্মিক) বানিয়ে দেন। তোমরা রাইটিয়াস হতে থাকো। বিকারীকে আনরাইটিয়াস (অধার্মিক) বলা হয়ে থাকে। এই দেবতারা হলেন পবিত্র। লাইটও পবিত্রতারই দেখানো হয়ে থাকে। আনরাইটিয়াস মানে হলো একটিও পদক্ষেপ রাইট নয়। শিবালয় থেকে নেমে বেশ্যালয়ে চলে আসে। এই কথা নতুন কেউ বুঝতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাদেরকে বাবার পরিচয় ভালোভাবে না দেবে যে তিনিই হলেন হেভেনলী গডফাদার। হেভেন আর হেল দুটি শব্দ রয়েছে। সুখ আর দুঃখ, স্বর্গ আর নরক। তোমরা জানো ভারতে সুখ ছিল, এখন হলো দুঃখ, তারপর বাবা এসে সুখ প্রদান করেন। এখন দুঃখের সময় সমাপ্ত হয়ে যাবে। বাবা বাচ্চাদের জন্য সুখের উপহার নিয়ে আসেন সকলকে সুখ প্রদান করেন। তবেই তো সকলে ওনার বন্দনা করে সন্ন্যাসী, উদাসীরাও তপস্যা করে, তাদেরও কোনো না কোনো আশা অবশ্যই থাকে। সত্যযুগে এরকম কোনো কথা নেই। ওখানে আর কোনো ধর্মাবলম্বীরা থাকেই না। তোমরা তো এখন পুরুষার্থ করছো নতুন দুনিয়ায় যাওয়ার জন্য। তোমরা জানো ও'টা হলো সুখধাম, ও'টা হলো শান্তিধাম আর এ'টা হলো দুঃখধাম। এখন তোমরা সঙ্গমে রয়েছো, উত্তম পুরুষ হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো। পুরুষার্থ অত্যন্ত ভালোভাবে করতে হবে। পড়াশোনার প্রতি কখনো রুষ্ট হবে না। কারোর সাথে মনোমালিন্য হলে তখন পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। পড়ার সঙ্গে লড়াই ঝগড়ার কোনো সম্পর্ক নেই। পড়বে, লিখবে হবে নবাব..... লড়বে, ঝগড়া করবে তাহলে নবাব কিভাবে হবে, পুনরায় চালচলন তমোপ্রধান হয়ে যায়। প্রত্যেকের নিজের উন্নতির দিকে খেয়াল রাখা উচিত। বাবা বলেন -- হে আত্মারা বাবাকে স্মরণ করো তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে আর দৈবীগুণগুলি ধারণও হয়ে যাবে। যদি লক্ষ্মী-নারায়ণের মতন হতে হয় তাহলে বাবাই তাদেরকেও এমন বানিয়েছেন। বাবা বলেন -- তোমরাই এই রাজ্য করতে। এখন পুনরায় তোমাদেরকেই হতে হবে। বাবা রাজযোগ সঙ্গমেই শিখিয়ে থাকেন। তোমরা প্রতিকল্পে এইরকম হয়ে যাও। এমন নয় সর্বদা কলিযুগই চলতে থাকবে। কলিযুগের পরে সত্যযুগ..... এই চক্র আবর্তন করে অবশ্যই। সত্যযুগে মানুষ থাকে কম, এখন পুনরায় অবশ্যই কম হওয়া উচিত। এ হলো সহজভাবে বোঝবার মতো কথা। অতীত হয়ে যাওয়া কাহিনী শোনায়। কাহিনী হলো ছোট। বাস্তবে হলো বড় কিন্তু বোঝার জন্য ছোট। এ হলো ৮৪ জন্মের রহস্য। তোমাদেরও পূর্বে জানা ছিল না। এখন তোমরা বোঝো যে আমরা পড়াশোনা করছি। এ হলো সঙ্গম যুগের পড়া। এখন ড্রামার চক্র পুনরাবৃত হয়ে এসেছে, পুনরায় সত্যযুগ থেকে শুরু হবে। এই পুরোনো সৃষ্টিকে বদলে যেতে হবে। কলিযুগীয় জঙ্গলের বিনাশ হবে, তারপর সত্যযুগীয় ফুলের বাগান হবে। ফুল দৈবী গুণসম্পন্নদের বলা হয়ে থাকে। কাঁটা আসুরিক গুণসম্পন্নদের বলা হয়ে থাকে। নিজেকে দেখতে হবে যে আমার মধ্যে কোনো অবগুণ নেই তো ! এখন আমরা দেবতা হওয়ার মতো উপযুক্ত হতে চলেছি সেইজন্য দৈবীগুণ অবশ্যই ধারণ করতে হবে। বাবা টিচার, সদগুরু হয়ে আসেন তাহলে ক্যারেক্টার অবশ্যই সংশোধন করে নিতে হবে। মানুষ বলে সকলের ক্যারেক্টার খারাপ। কিন্তু ভালো ক্যারেক্টার কাকে বলা হয় -- তাও জানে না। তোমরা বোঝাতে পারো যে এই দেবতাদের ক্যারেক্টার ভালো ছিল, তাই না ! এনারা কখনো কাউকে দুঃখ দিতেন না। কারোর চালচলন ভালো হলে তখন বলে এ তো যেন দেবীর মতন, এনার কথা কত মিষ্টি। বাবা বলেন তোমাদের দেবতায় পরিণত করি তাহলে তোমাদের কত মিষ্টি হতে হবে। দৈবীগুণ ধারণ করতে হবে। যে যেমন সে তেমনই তৈরি করবে। তোমাদের সকলকে টিচার হতে হবে। টিচারের সন্তান টিচার। তোমরা হলে পান্ডব সেনা, তাই না ! পান্ডাদের কাজ হলো সকলকে রাস্তা বলে দেওয়া। দৈবীগুণ ধারণ করতে হবে। গৃহস্থ জীবনেও থাকতে হবে। ঘরেও সার্ভিস করতে পারো। যে-ই আসবে শিক্ষা দিতে থাকবে (পড়াতে থাকবে), এমন অনেকেই আছে যারা নিজের কাছে (ঘরে) গীতা পাঠশালা খুলে অনেকের সার্ভিস করতে থাকে। এমন নয় যে এখানে এসে বসতে হবে। কন্যাদের জন্য তো অতি সহজ। দু মাস ধরে চক্কর লাগিয়ে (সার্ভিস করে) তারপর চলে যায় ঘরে। ঘরের থেকে সন্ন্যাস নিতে হবে না। তোমাদের ঘর থেকে ডাক আসে তখন যাও, তোমাদের বারণ নেই। এতে কোনো লোকসানের (কম হয়ে যাওয়ার) কথা নেই, আরোই উৎসাহ আসবে। আমরাও এখন তীক্ষ্ণ হয়ে গেছি। ঘরের মানুষজনকেও নিজের মতন বানিয়ে সাথে করে নিয়ে যাব। এমন অনেকেই আছে যারা ঘরে থেকেও সার্ভিস করে, তখন তীক্ষ্ণ হয়ে যায়।

বাবা মুখ্য কথা বুঝিয়ে থাকেন যে নিজেকে আত্মা মনে করো আর আমায় অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো। নিজের উন্নতি করতে হবে। ঘরে বসবাসকারীর এখানে বসবাসকারীর থেকেও ভালো উন্নতি হতে পারে।তোমাদের কখনো বারণ করা হয় না যে ঘরে যেও না। তাদেরও কল্যাণ করতে হবে। যাদের কল্যাণ করার অভ্যাস হয়ে যায় তারা থাকতে পারে না। জ্ঞান আর যোগ সম্পূর্ণ হয়ে থাকলে তখন কেউই বেইজ্জত করতে পারে না। যোগযুক্ত না হলে তখন মায়াও চড় মারে। তাহলে ঘর-গৃহস্থীতে থেকে কমল ফুলের সমান পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। বাবা তো ফ্রিডম দেন, অবশ্যই ঘরেও থাকো। সকলে এখানে এসে কিভাবে থাকবে। যতজন আসে তাদের জন্য ততগুলি ঘর ইত্যাদি বানাতে হয়। কল্প পূর্বে যা কিছু হয়েছিল, তা রিপিট হতে থাকবে। বাচ্চারাও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ড্রামা ব্যতীত কিছুই হবে না। এই যে লড়াই ইত্যাদি লাগে

-- এত মানুষ ইত্যাদি মারা যায়, এ সবই ড্রামায় নির্ধারিত রয়েছে। যা পাস্ট হয়ে গেছে তাই পুনরায় রিপিট হবে। যা প্রতিকল্পে বুঝিয়েছি সে'টাই এখনও বোঝাবো। মানুষ অবশ্য যা কিছুই বিচার করুক, আমি তো সেই ভূমিকাই পালন করবো, যা আমার জন্য নির্ধারণ করা রয়েছে। ড্রামায় কম-বেশী তো হতে পারে না। যা কল্প পূর্বে পড়েছিলে, সে'টাই পড়বে। প্রত্যেকের চালচলনের দ্বারা সাক্ষাৎকারও হতে থাকে। এ কেমন পড়াশোনা করে, কোন্ পদ পাবে। ভালো সার্ভিস করে থাকে, মনে করো আচমকা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল তখন গিয়ে ভালো কুলে জন্ম নেবে। অনেক সুখে থাকবে। যতখানি সুখ অনেককে দিয়েছে ততখানি সেও পাবে। এই উপার্জন কখনো বিফলে যায় না। সত্য যুগে তো যেখানে জয় সেখানেই জন্ম হবে। অনেককে সুখ প্রদান করেছে তখন গোল্ডেন স্পুন ইন দি মাউথ (সোনার চামচ মুখে নিয়ে/ভালো ঘরে জন্ম নেবে) পাবে। তার থেকে কম হলে সিলভার, তার থেকে কম হলে পীতলের পাবে। বুঝতে তো পারো, তাই না! আমাদের কতখানি যোগ আছে, রাজা, রাণী, প্রজা সবই হবে। ভালভাবে না পড়লে, দৈবীগুণ ধারণ না করলে তখন পদ কম হয়ে যাবে। ভালো বা মন্দ কর্ম অবশ্যই সামনে আসে। আত্মার জানা আছে যে আমরা কতখানি পর্যন্ত সার্ভিস করছি। যদি এখন শরীর ছেড়ে যায় তাহলে কি পদ প্রাপ্ত করবো। এখন তোমরা পড়াশোনা করে সংশোধিত হচ্ছো। কেউ-কেউ তো বিগড়েও যায় তখন বলবে এদের ভাগ্যে নেই। বাবা কত উঁচু বানিয়ে দেন। সাঁই-এর(ঈশ্বরের) ঘর থেকে কেউ যেন খালি না যায়। এখন সাঁই তোমাদের সম্মুখে রয়েছেন। কাউকে তোমরা যদি দুই অক্ষরও শোনাও, সেও প্রজায় অবশ্যই আসবে। দেবী-দেবতা ধর্মাবলম্বীরা এখনো পর্যন্ত আসতে থাকে। কিন্তু এখন পতিত হয়ে যাওয়ার কারণে নিজেদেরকে হিন্দু বলে। তোমাদের বুদ্ধিতে এই জ্ঞান এমনভাবে রয়েছে যেমনভাবে বাবার কাছে থাকে। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। তিনি বলে থাকেন -- এই হিস্ট্রি জিওগ্রাফি কিভাবে রিপিট হয়ে থাকে। টিচারও স্টুডেন্টের পড়ার থেকে জেনে যায় যে এ কত মার্কসে পাশ করবে। প্রত্যেকেই স্বয়ং জানে। কেউ দৈবীগুণে কাঁচা, কেউ যোগে কাঁচা, কেউ জ্ঞানে কাঁচা। কাঁচা হলে অনুতীর্ণ হয়ে যাবে। এমনও নয় যে আজ কাঁচা, কাল পাকা হতে পারে না। গ্যালপ (লাফিয়ে যেতে) করতে থাকবে। নিজেও অনুভব করে যে আমরা যেখান-সেখান থেকে ফেল করে আসি। অমুকে আমার থেকে তীক্ষ্ণ। শিখে হুশিয়ারও হতে পারে। যদি দেহ-অভিমান থাকে তাহলে আর কি শিখতে পারবে। আমি হলাম আত্মা, এ তো একদম পাক্কা করে দাও। বাবা স্মৃতি প্রদান করেছেন। বাবা বলেন আমায় স্মরণ করো তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে, তারপর দৈবীগুণ ধারণ হবে। নিজের নাড়ী দেখতে হবে যে আমি কতখানি উপযুক্ত হয়েছি?

তোমরা এখন সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান গ্রহণ করছো। এই রাজযোগের নলেজ বাবা ব্যতীত কেউই শেখাতে পারে না। বাচ্চারা শিখতে থাকে। বাচ্চারা জিজ্ঞাসা করে আমাদের কুলের ব্রাহ্মণ কতজন ? তা পুরোপুরি জানবে কিভাবে। আসতে-যেতে থাকে। এখন নতুন-নতুনও বেরোতে থাকে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহসুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) নিজের দৈবী ক্যারেক্টার গঠন করতে হবে, দৈবীগুণ ধারণ করে নিজের এবং সকলের কল্যাণ করতে হবে। সকলকে সুখ প্রদান করতে হবে।

২) সতোপ্রধান হওয়ার জন্য বুদ্ধি অদ্বিতীয় বাবার সাথে যুক্ত করতে হবে। বুদ্ধিকে এদিকে-ওদিকে বিচরণ করতে দেওয়া উচিত নয়। বাবার মতন টিচার হয়ে সকলকে সঠিক পথ বলে দিতে হবে।

বরদানঃ- চলতে-ফিরতে নিজের দ্বারা অষ্ট শক্তিগুলির অনুভবকারী ফরিস্তা রূপ ভব

কোনো ডায়মন্ড যদি অত্যন্ত মূল্যবান, দাগহীন হয় তাকে লাইটের সামনে রাখো তাহলে বিভিন্ন রং দেখা যায়। সেই রকমই যখন তোমরা ফরিস্তার রূপ ধারণ করবে তখন তোমাদের দ্বারা চলতে-ফিরতে অষ্টশক্তির কিরণের অনুভূতি হবে। কারোর তোমাদের থেকে সহনশক্তির ফিলিং (অনুভব) আসবে, কারোর নির্ণয় করার শক্তির ফিলিং আসবে, কারোর কোনো, তো কারোর কোনো শক্তির ফিলিং আসবে।

স্লোগানঃ- প্রত্যক্ষ প্রমাণ সে-ই, যার প্রতিটি কর্ম সকলকে প্রেরণা দেবে।

জানুয়ারী ২০২৪ অব্যক্ত মাসের জন্য বিশেষ পুরুষার্থের জন্য পয়েন্টস্ :

এই জানুয়ারী মাসে বিশেষ সাইলেন্সের অনুভূতি করা তথা ব্রহ্মাবাবার সমান ডবল লাইট ফরিস্তা হওয়ার জন্য পুরুষার্থের পয়েন্টস্ মুরলীর নিচে লিখে দেওয়া হচ্ছে। এই পয়েন্টস জানুয়ারী মাসের পত্র-পুষ্পতেও থাকবে। কৃপা করে সকল ব্রহ্মা বৎসেরা সেই অনুসারে অ্যাটেনশন রেখে রোজ একান্তে বসে কমপক্ষে ১০ মিনিট অব্যক্ত সাইলেন্সের অনুভব অবশ্যই করুন তথা সারাদিনেই ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতিতে থেকে নিজের শ্রেষ্ঠ সংকল্পের দ্বারা ইশারার সাহায্যে কারবার (কাজকর্ম) করে নিজেদের সেবাস্থানকে সূক্ষ্মলোক রূপে তৈরি করুন, মাঝে মাঝে পরস্পর মিলে এই পয়েন্টসের উপর গভীরভাবে মনন-চিন্তন (রুহ-রিহান) করে অনুভবের লেনদেনও করুন। আমাদের সকলের এই ডবল লাইট স্থিতি তথা সাইলেন্সের সুগভীর অনুভূতিই পরমাত্ম প্রত্যক্ষতার নিমিত্ত হবে।

অব্যক্ত সাইলেন্সের দ্বারা ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতির অনুভব করো -

সঙ্গমযুগের বিশেষ শক্তি হলো সাইলেন্সের শক্তি, সাইলেন্সে থাকলে ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতি সহজেই হয়ে যায়। এই স্থিতিতে কোনও কার্যের বোঝা থাকে না, এর জন্য কাজ করতে করতে মাঝে-মাঝে নিরাকারী এবং ফরিস্তা স্বরূপের ড্রিল করতে থাকো। যেমন ব্রহ্মা বাবাকে সাকাররূপে দেখেছো, সদা ডবল লাইট ছিলেন। সাইলেন্সের স্থিতির দ্বারা সেকেন্ডে বাচ্চাদের নজরের মাধ্যমে সম্পন্ন করেছেন। এ'রকমভাবে ফলোফাদার করো তবে সহজেই বাবার সমান হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;